শহর ও জেলার খবর

বিক্রমকাণ্ডে আদালতে জবানবন্দি বন্ধুদের

ফের ফরেন্সিক পরীক্ষা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি- অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি ফের পরীক্ষা করে দেখলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার সকালে চার সদস্যের একটি টিম ভাল করে খতিয়ে দেখে গাড়িটিকে। এমনকি সেখান থেকে বেশ কিছু নমুনাও সংগ্রহ করে তারা।

উল্লেখ্য, গত ২৯ তারিখ শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ রাসবিহারী মোড়ে লেক মলের সামনে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ে বিক্রমের গাড়িটি। এরপর একটি দোকানে ধাক্কা মেরে ছিটকে গিয়ে ফের সেটি একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, গড়িয়াহাট থেকে রাসবিহারী মোড়ের দিকে আসছিল সাদা রঙের ওই চার চাকার গাড়িটি। চালকের আসনে ছিলেন বিক্রম। তাঁর পাশেই বসেছিলেন মডেল সনিকা সিংহ চৌহান। দু'জনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সনিকাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

এদিকে ঘটনার পরপরই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু তাতে বেশ কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে ফের গাড়িটি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে দেখেন তাঁরা।

কেন ফের গাড়িটি পরীক্ষা করে দেখলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা? টালিগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে এবং বৃহস্পতিবার দুপুরে তদন্তকারী কর্তাদের কাছে জেরায় বিক্রম বারবার জানিয়েছেন, তাঁর গাড়িটি স্কিড করছিল। পাশাপাশি তিনি জানান গাড়িটির গতিবেগ ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটারের বেশি ছিল না। আর তার জেরেই এদিন নতুন করে গাড়িটি পরীক্ষা করে দেখেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। তদন্তকারী কর্তাদের মতে, বিক্রম জেরায় ঠিক কথা বলেছে, নাকি মিথ্যে বলেছে, তা জানার জন্যই নতুন করে এই পরীক্ষা। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, ওইদিন বার থেকে বের হওয়ার পর বিক্রম এবং সনিকা একটি নিরিবিলি জায়গায় ছিলেন। সেখানে তাঁরা কি করছিলেন? তাঁদের মধ্যে কোনও বচসা হয়েছিল? এবং সেখানে সনিকাকে নিয়ে কি মদ্যপান করেছিলেন বিক্রম? এখন এইসব জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী কর্তারা।

টালিগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিক্রম এবং সনিকার চার কমন বন্ধু ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তদন্তকারী কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এমনকি এই ব্যাপারে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছেন।

এদিকে দুর্ঘটনার পরে বিক্রম কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং কোথায় কোথায় তিনি গিয়েছিলেন, তা জানতে ইতিমধ্যে তাঁর ফোনের কল লিস্ট খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন তদন্তকারী কর্তারা। পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও ওইদিন কেন সনিকাকে বাইপাসের ধারে রুবি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলেন বিক্রম, সে বিষয়ের রহস্যও উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তারা। তবে পুলিশের এক কর্তার মতে, সেই সময় বিক্রম বুঝতে পেরেছিলেন সনিকা আর বেঁচে নেই। ঘটনা ধামাচাপা দিতেই পরিচিত রুবি হাসপাতালেই সনিকাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেকারণেই দুর্ঘটনার প্রায় ৩৫ মিনিট পর হাসপাতালে সনিকাকে নিয়ে পৌঁছন বিক্রম। তদন্তকারী কর্তাদের অনুমান, বার থেকে বের হওয়ার পর সোজাসুজি বাড়ির দিকে রওনা না হয়ে গাড়ি নিয়ে নিরিবিলি কোনও জায়গায় দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? আর এতেই ধন্দ বেড়েছে তদন্তকারী কর্তাদের।

টালিগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, ওইদিন রাতে সনিকার আঘাত ঠিক কতটা ছিল এবং বিক্রমই বা কতটা চোট পেয়েছিলেন, তা জানতে ইতিমধ্যে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছেন তদন্তকারী কর্তারা। পাশাপাশি চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাসপাতালে যখন সনিকাকে নিয়ে আসা হয় তখন তাঁর আর প্রাণ ছিল না এবং শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। অন্যদিকে বিক্রমের সামান্য ছড়ে যাওয়া ছাড়া কোনও গুরুতর চোট ছিল না। নাম কা ওয়াস্তেই পাঁচদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি, এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারী কর্তারা।

টালিগঞ্জ থানার এক পুলিশ কর্তা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিনেতা অনিন্দ্য চ্যাটার্জির মতো আরও বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারী কর্তারা। গত দু'দিনে বিক্রম জেরায় যা যা জানিয়েছেন তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যই এই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিক্রম ও সনিকার চার কমন বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলেছেন তদন্তকারী কর্তারা। এমনকি তাঁরা আদালতে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, এঁদের মতো আরও অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করা হচ্ছে। তবে ওইদিন যাঁরা বিক্রম-সনিকার সঙ্গে পার্টিতে ছিলেন বিশেষ করে তাঁদের সঙ্গেই যোগাযোগ করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (৫) বিশাল গর্গ বলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে এখনও পর্যন্ত ২০ জনের বেশি লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিশালবাবু আরও জানিয়েছেন, ফরেন্সিকের রিপোর্ট এখনও আসেনি। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বাধা

দু'টি বহুতল নিয়ে আপত্তি এটিসি'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ১১ মে– দু'টি বহুতল হওয়ায় বাধা পাচ্ছে সিগন্যালিং ব্যবস্থা। ফলে বিমান চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বহুতলের কয়েকটি তলা যে ভাঙতে হবে তা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দু'টি বহুতলের নির্মাণ সংস্থাকে। এই দুটি বহুতল হল জওহরলাল নেহরু রোডের 'দ্য ফরটি-টু' এবং অপরটি হল নিউটাউনের ইকো পার্কের বিপরীতের টুইন টাওয়ার। দ্য ফরটি-টু বহুতলটি মোট তলা হচ্ছে ৬২ তলার। এটি কলকাতা শহরের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি উচ্চতা ২৬০ মিটার। আর এই উচ্চতা নিয়েই উঠেছে বিতর্ক। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সূত্রে জানা যায়, বিমান চলাচল যে সিগন্যাল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সেটাই বাধা পাচ্ছে বহুতলের উপরের ৬টি তলা থেকে। নিউটাউনের ইকো পার্কের বিপরীতের টুইন টাওয়ার একটি হোটেল। 'ওয়েস্টইন' নামের ওই হোটেলের উপরের দু'টি তল নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে এটিসি। বিমান ওঠাও নামার পথের মাঝেই রয়েছে এই বহুতল।

এই দুটি নির্মাণ নিয়ে আগেই সমস্যার কথা জানিয়েছে এয়ারপোর্ট অথরিটি। জওহরলাল নেহরু রোডের এই বহুতলের ৬টি তলও অপরটির দুটি তল ভাঙা হবে বলে খবর। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা কলকাতায় চেম্বার অফ কমার্সের একটি অনুষ্ঠানে আসেন। সেখানেই বহুতলের ফলে সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বাধার সৃষ্টি করছে। তা তাঁকে জানায় আধিকারিকরা। সবকিছু শোনার পর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আপত্তিকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিমানবন্দরের কাছে খুব উঁচু বাড়ি থাকলে বিমান দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। কারণ, বহুতলের জন বাধা প্রায় এটিসির রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রানওয়ে অ্যাপ্রোচিং এরিয়ার মাঝে কোনও বাধা থাকলে বিমান অবতরণের সময় সমস্যা হয়।

এই সমস্যা দূর করতে কড়া মনোভাবের কথা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, বিমানবন্দরের ৪৫ কিলোমিটারের মধ্যে বহুতল নির্মাণ করতে হলে প্রথমে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। এই নির্দেশ দেওয়া আছে পুরসভাকেও। একইরকমভাবে মুম্বই ও বিমানবন্দরের কাছে নিয়ম বহুতল নির্মাণ করায় তা ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই নির্দেশিকা জারি হয়েছে সমস্ত বিমানবন্দরগুলিতেও। ফলে কলকাতা কোনওভাবে তার ব্যতিক্রম নয় বলেও দাবি কর্তাদের। এখন কলকাতা ও নিউটাউনের দু'টি বহুতল ভাঙার নির্দেশ করে কার্যকরী হয় বা কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তারদিকে তাকিয়ে সকলে।

'ভারতবর্ষের ইতিহাস বিবর্তন' নিয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি— 'ভারতবর্ষের ইতিহাস বিবর্তন' বিষয়ক তিনদিনের আলেচনাসভা শুরু হল গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারাল হলে। খড়গপুর আইআইটি ও আরএমআইসি-এর যৌথ উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ও ঐতিহ্য' নামে একটি প্রকল্পে এই সভার অয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের সাংকেতিক নাম 'সান্ধি' (এসএএনডিএইচআই)। আলোচনার সঙ্গে প্রদর্শনীরও আয়োজন রয়েছে। মূলত স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের উপরই আলোকপাত করা হয়েছে এই আলোচনাচক্রে। খড়গপুর আইআইটি সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, অধ্যাপকরা এই সভায় থাকছেন। কিভাবে ভারতবর্ষের জ্ঞান, দর্শন গোটা পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে ও কাদের কাজের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈচিত্র্য বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মূলত সে বিষয়েই নিজেদের ভাবনা তুলে ধরবেন তাঁরা। পাশাপাশি রামায়ণ-মহাভারত থেকে বৈদিকযুগের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাংকেতিক বিষয় কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল, তা নিয়েও আলোচনা হবে। একই সঙ্গে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মনীষীদের চোখে আধুনিক ভারতের পরিকল্পনার কথাও এখানে উঠে আসবে। এই প্রকল্পের প্রধান অধ্যাপক জয় সেন বলেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস বিবর্তনের যে তথ্য, তা সংগ্রহের উপর এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খড়গপুর আইআইটি ও আরএমআইসির যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী চলবে এই সভা ও প্রদর্শনী।' ইতিহাস গবেষক, ইতিহাসপ্রেমী থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের ছাত্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই প্রদর্শনীতে আসার জন্য আহ্বানও জানান তিনি। সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকছেন, ইন্দোলজিস্ট ও ভারত সরকারের অর্থনীতি উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যাল, আইআইইএসটি-র অধ্যাপক অজয়কুমার রায়, আরএমআইসি-র সম্পাদক স্বামী সুপানন্দজি, আইআইটি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর রাজীব সঙ্গল, খড়গপুর আইআইটির ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী ও শ্রীমান ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ১১ মে– পিংলার সুদছড়া গ্রামে বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস ছেড়ে প্রায় আড়াইশো কর্মী সমর্থক বৃহস্পতিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। দিন কয়েক আগে এই সুদছড়া গ্রামে বিজেপি কর্মী সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এক জনসভায় গুলাম শাহ সুলতান শহ-রা জানালেন, বিজেপি তাদের অর্থের প্ললোভন দেখিয়ে দলে টেনেছিল। তারা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এখন থেকে তারা তৃণমূলের হয়ে কাজ করবেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, বিধায়ক মানস ভুঁইয়া, জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি প্রমুখ।

প্রতিরোধ গড়তে নার্সিংহোম মালিকদের নয়া সংগঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ১১ মে— সমস্যা, রোগীপরিবার, পরিজনদের আক্রমণ, মারধ, নার্সিং হোম ভাঙচুরের মত ঘটনা সহ একাধিক বিষয়ে প্রতিরোধ গড়তে এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নার্সিংহোমগুলি এল একছাতার নিচে। বেঙ্গল নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনে ঢুকতে চলেছে তারা। রাজ্য কমিটি গঠনের পর বৃহস্পতিবার জেলা কমিটি গঠনের কাজ শুরু করল এই সংগঠন। জেলার নার্সিং হোম মালিকদের এদিন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বায়ন জানানো হয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এদিন দুপুরে বারাসতের গেঞ্জিমিল সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বৈঠকে যোগদান করেন জেলার নার্সিংহোম মালিকরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শেখ আহজউদ্দিন, মেডিকেল সার্ভিস ও সার্ভিস ডক্টরস্ ফোরামের কোষাধ্যক্ষ ডা. স্বপন বিশ্বাস, ড. গৌতম মিস্ত্রী প্রমুখ। আলহজউদ্দিন বলেন, চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সর্বদাই রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ্য করে তুলতে সচেষ্ট। ভালো পরিষেবা দেওয়ার কাজ তাঁরা করেছেন, করছেন এবং করেও যাবেন। রোগীর মৃত্যু হলে চিকিৎসকের উপর চড়াও, ও নার্সিং হোমে ভাঙচুরের মত ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা থানায় গেলেও এফআইআর হিসেবে গন্য না করে জিডি করে ছেড়ে দেওয়ার মত ঘটনা ঘটছে। সকলে এক সংগঠনের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ করতে হবে বলেও জানান তিনি। সরকারের সঙ্গে সহাবস্থান করে তাঁরা কাজ করে চলেছেন। কিন্তু কাজ করতে গেলে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার প্রতিবাদ একসঙ্গে জানাতেই এই বেঙ্গল নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বায়ন জানানো হয়, এদিন সম্মেলনের প্রায় ৭৫টি নার্সিংহোমের মালিক যোগদান করেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলাকে ১২টি জোনে ভাগ করা হয়। জেলা সম্পাদক হন ডা. গৌতম মিস্ত্রী। প্রতি মাসে একবার করে এই সংগঠনের বৈঠক হবে। সেখানে জেলার নার্সিংহোম মালিকরা সমস্যাব কথা জানাবেন। এরপরই সংগঠনে তরফে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নারদকাণ্ডে এবার ইডি'র তলব ম্যাথুকে

নিজস্ব প্রতিনিধি- নারদকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবার ইডি ডেকে পাঠাল নারদ নিউজের কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েলকে। আগামী ১৮ মে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁকে কলকাতার অফিসে হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশে নারদকাণ্ডের তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে যায়। তারা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরুও করেছে। এরপর গত ২৮ এপ্রিল এই বিষয়ে এফআইআর করা হয় ইডি'র তরফে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত শাসকদলের বেশ কিছু জনপ্রতিনিধি এবং এক আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধেই এই তদন্ত হবে। গোপন ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে নারদ নিউজের কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েলের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন তাঁরা। এই সমস্ত টাকা কোথায় গেল সে ব্যাপারেই তদন্ত চালাবে ইডি।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোটের আগে ২০১৬ সালের ১৪ মার্চ নারদ নিউজের কর্ণধার স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে হইচই ফেলে দেন রাজ্য রাজনীতিতে। সেই ঘটনা সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে যায়। সর্বত্রই সমালোচনার ঝড় ওঠে। মামলা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। সেই ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরই আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ব্রজেশ ঝা, অমিতাভ চক্রবর্তী ও অক্ষয় কুমার সারেঙ্গে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেন এই ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই। এরপর সিবিআইয়ের হাতে মামলাটি যেতেই সিবিআই কর্তারা ম্যাথুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ম্যাথু পুরো অপারেশনের তথ্য সিবিআই কর্তাদের হাতে তুলে দেন। সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডিও আলাদাভাবে এফআইআর করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অন্যদিকে এই টাকা ম্যাথু কোথা থেকে পেয়েছিলেন এবং শাসকদলের কোন কোন নেতা-মন্ত্রী সাংসদ সহ এক পুলিশ কর্তাকে কত টাকা করে দিয়েছেন তিনি এখন সে সব জানতেই ইডি কর্তারা ডেকে পাঠিয়েছেন ম্যাথু স্যামুয়েলকে। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, এত পরিমাণ টাকা কোথায় গেল তা জানতেও তদন্ত চালাচ্ছেন ইডি কর্তারা। অন্যদিকে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ তারিখের মধ্যে ম্যাথু স্যামুয়েলকে কলকাতায় ইডির অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এমনকী নারদকাণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যও সঙ্গে করে আনতে বলা হয়েছে তাঁকে। তবে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক মাস ধরেই অসুস্থ ম্যাথু। ইতিমধ্যে মেল মারফত ইডি কর্তাদের তিনি সে কথা জানিয়েছেন, এবং এও জানিয়েছেন বর্তমানে অসুস্থ শরীরে তাঁর পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব নয়। অবশ্য ইডি কর্তারা চাইলে তাঁদের দিল্লি অফিসে হাজিরা দিতে যেতে পারবেন তিনি।

কন্যাশ্রীতে সফলদের পুরস্কৃত করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি– কন্যাশ্রী প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পেয়ে যে সমস্ত মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে, তাদেরকে পুরস্কৃত করবে রাজ্য সরকার। আগামী ১১ আগষ্ট কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদের বেশ কিছু আর্থিক অনুদান চালু রয়েছে। এই অনুদানের আর্থিকমূল্য বছরে পাঁচশো টাকা। এছাড়াও উচ্চশিক্ষার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার টাকা করে জমা রাখছে রাজ্য। এই আর্থিক অনুদান পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রচুর ছাত্রী সাফল্য পেয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে এব্যাপারে একটি রিপোর্টও এসেছে। রাজ্য সরকার বাল্যবিবাহ রোধেও একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে। বর্তমানে এব্যাপারে মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। যে কারণে রাজ্যে এখন বাল্যবিবাহের হার অনেক কম বলে বিধানসভায় দাবি করেছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন,সরকারের আর্থিক সহায়তা পেয়ে যারা সাফল্য লাভ করেছে,তাদের উদ্বুদ্ধ করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেকারণে সরকার এই পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অবৈধ পার্কিং রুখতে রাতেও নজরদারি চালাবে পুরকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— অবৈধ পার্কিং আটকাতে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। এক পুর আধিকারিক জানান, রাতের বেলা ফুটপাথে গাড়ি পার্ক করে রাখেন অনেকেই। গ্যারাজে গাড়ি রাখার জন্য মোটা অঙ্কের একটি টাকা ভাড়া হিসাবে দিতে হয়। সেজন্য ফুটপাথে বেআইনিভাবে চলে পার্কিং। পুর সূত্রে খবর, এবার ফুটপাথে গাড়ি রাখলেই সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা ফাইন করা হবে। এছাড়াও গাড়ির চাকায় তৎক্ষণাৎ ক্ল্যাম্পও লাগিয়ে দেবে পুরকর্মীরা। সংশ্লিষ্ট কারণে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ক্ল্যাম্প কেনার উদ্যোগও নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

এক পুর আধিকারিক জানান, দিনের বেলা অবৈধ পার্কিংয়ের উপর নজরদারি চালায় পুলিশ। কিন্তু রাতের বেলায় পার্কিং নিয়ে সমস্যা বেশি হয়। তাই এবার থেকে রাতের বেলা পার্কিংয়ের উপর নজরদারি চালাবে খোদ পুরকর্মীরাই। ফুটপাথ সহ শহরের রাস্তায় যাতে কোনওভাবেই অবৈধ পার্কিং না হয়, সেই বিষয়েও নজর রাখবে একদল পুরকর্মী।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য মঙ্গলবার ৩০ মে, ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেশন ৪৭(২) অধীনে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ মে, ২০১৭

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১, কলকাতা-I
"জীবন সুধা বিল্ডিং", ১০ম তল,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
আরপি নং- ৮৯-২০১৬ সালের
ওএ নং. ১৯০-২০০৮ সালের
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক .... (সার্টিফিকেট হোল্ডার)
বনাম
মেসার্স রাণী সাতী কেমিক্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য (ঋণগ্রহীতা)
দাবি নোটিশ

প্রতি
১. মেসার্স রাণী সাতী কেমিক্যাল কর্পোরেশন, একটি স্বত্বাধিকারী সংস্থা, সাকিন ৮৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
৩. শ্রী নির্মল কুমার লোহিয়া, পিতা শ্রী ঘাসি রাম লোহিয়া, ৫৯/১, কাহেত্রা মিত্র লেন, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬
৪. শ্রী সিরিশ চন্দ্র সর্দার, পিতা প্রয়াত হরগোবিন্দ সর্দার, গ্রাম এবং পো : রামনগর, থানা বারুইপুর, জেলা - ২৪ পরগণা (দ.)

সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসার ডিআরটি -১, কলকাতা, সংশ্লিষ্ট মামলা নং ওএ/১৯০/২০০৮ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ১৪,৯৮,৭১৬.৬৬ টাকা (চৌদ্দ লাখ আটানব্বই হাজার সাত শত যোল টাকা ছেষট্টি পয়সা) টাকা আদায়ের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছেন।
আপনাদের এই নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ জমা দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ১৫.০৫.২০১৭ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা নিম্নোক্ত পরিমাণ আদায় দিতে বাধ্য থাকবেন :
(ক) সংশ্লিষ্ট নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া থেকে সুদ আদায় দিতে হবে।
(খ) পরবর্তী সকল ব্যয়, চার্জ এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার জন্য যা উক্ত বকেয়া আদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত, সকলই আপনাদের আদায় দিতে হবে।
রিকভারি অফিসার -I
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং-I
কলকাতা

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে]
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এস এ ফেবরিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস, ৮১, কটন স্ট্রিট, ২য় তল, বড়বাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৭ **(CIN : U17120WB2010PTC141239)** সম্পর্কিত
.... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **২ মে, ২০১৭** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"গুজরাত রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত দরখাস্তকারী কোম্পানি কর্তৃক ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ধারণ নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত দাখিলের প্রক্রিয়াবদ্ধ।
সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II-এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০-এর নিকট স্বয়ং দাখিল বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
এস এ ফেবরিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- সৌরভ জৈন
(ডিরেক্টর)
(DIN : 06416856)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২/০৫/২০১৭

নো রিফিউজাল ট্যাক্সির দৌরাত্ম্যে নাকাল শহরবাসী

কৃশানু দে

ধবধবে সাদা ট্যাক্সির গায়ে গাঢ় নীল রঙের বড় বড় হরফে লেখা 'নো রিফিউজাল'। আবার কোথাও হলুদ রঙা ট্যাক্সির গায়েও একই উক্তি জ্বলজ্বল করতে দেখা যায় কলকাতার রাস্তাঘাটে। কিন্তু এই 'নো রিফিউজাল' লেখা ট্যাক্সিগুলিই যে বর্তমানে শহরের যাত্রী প্রত্যাখ্যানের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দিন দিন বেড়েই চলেছে এই নো রিফিউসাল ট্যাক্সির দৌরাত্ম্য। সে ধর্মতলার মোড় হোক কিংবা শহরের আনাচে-কানাচে। নো রিফিউজাল ট্যাক্সিগুলির বিরুদ্ধে এমনই বিস্তর অভিযোগ উঠেছে যাত্রীদের মধ্যেই। এই করুণ পরিস্থিতি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন শুধুমাত্র প্রতীক্ষিত যাত্রীরাই। কোথাও চালকের পছন্দের রুট না হলে যাত্রী প্রত্যাখ্যান, আবার কোথাও মিটারের তোয়াক্কা না করে চাহিদামতো ভাড়া না পাওয়ার ক্ষেত্রেও নিত্যনৈমিত্তিক ট্যাক্সিচালকদের হাতে প্রতীক্ষিত হতে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের। আর রোজ এই যান যন্ত্রণায় নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যেমন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বাসিন্দা মতিউর রহমানকে।

মতিউর সাহেব জানিয়েছেন, মোমিনপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি তাঁর এক আত্মীয়কে দেখতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। কীভাবে? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, রাসবিহারী মোড়ে মঙ্গলবার বেলায় মোমিনপুরের দিকে যাব বলে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি এলেও সামান্য দূরত্বের মোমিনপুরে যাওয়ার জন্য ১৫০ টাকা হাঁকেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ড্রাইভার সাফ জানিয়ে দেয় উল্টো দিক থেকে নাকি যাত্রী ছাড়াই ফিরতে হবে! তাই বলে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রকৃত ভাড়ার তিন-চার গুণ বেশি চাইতে হবে? প্রশ্ন তোলেন মতিউর সাহেব। একই অবস্থা হয় এক সংবাদপত্রকর্মী চিরঞ্জীব সোমেরও। তাঁর কথায়, তিনি ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোড থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার জন্য একটি নো রিফিউসাল ট্যাক্সিকে দাঁড় করাতেই প্রথমে নাকচ, তারপর জোরাজুরি করতে ২০০ টাকার দাবি করে চালক। কিন্তু এই দূরত্বে এত টাকা কেন? তার কারণ জানতে চাওয়ায় ড্রাইভারের সাফ উত্তর 'এখানে এরকমই হয়'!

অন্যদিকে দক্ষিণ শহরতলির টালিগঞ্জ মোড়ে রাতের দিকে কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাজেহাল হতে হয় অধিকাংশ যাত্রীকে বলে বিস্তর অভিযোগ ওঠে। টালিগঞ্জের মতো অন্যতম শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সন্ধ্যার পর থেকে হুহু করে বাড়তে থাকে যাত্রীসংখ্যা। কিন্তু গন্তব্যের গাড়ি পাওয়া যে দুব অস্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনেই দাঁড়িয়ে নাজেহাল অবস্থা হয় যাত্রীদের। সাধারণত মেট্রোর অফিসফেরত যাত্রী সংখ্যার চাপই বেশি থাকে এখানে। এলগিন রোডের এক বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজার মনোজিৎ পাঁজা বলেন, এমনিতেই টালিগঞ্জে লাস্ট মেট্রো স্টেশনে ঢোকা পর্যন্ত এই রুটে অটো পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়, তার উপরে ভরসা বলতে শুধু এই নো রিফিউজাল ট্যাক্সি বা শেয়ার ট্যাক্সি। নিজেদের পছন্দমতো রুট ছাড়া অন্য রুটে যেতে সরাসরি নাকচ করে দেয় চালকরা। তাই বেহালা-চৌরাস্তায় পৌঁছতে নাজেহাল অবস্থা হয় অধিকাংশ যাত্রীর বলে অভিযোগ। এর পরও নিস্তার নেই চৌরাস্তা থেকে বেহালা বা অভ্যন্তরীণ এলাকার যাত্রীদের। তাদেরকে সেখানে পৌঁছতেও প্রাণান্তকর হয়রানির শিকার হতে হয়। এ প্রসঙ্গে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের সংস্থার কর্মী সংযুক্তা বসু (নাম পরিবর্তিত)-র বক্তব্য, দফতর থেকে ফেরার সময় অনেক বার ট্যাক্সি প্রত্যাখ্যানের শিকার হতে হয়েছে। কারণ বাড়ি অফরুটে। কোনও গাড়ি এলাকার ভিতরের দিকে যেতে চায় না। তাই ওলা-উবেরই শেষ ভরসা। কম সে কম গাড়ি পাওয়ার ব্যাপারটা তো নিশ্চিত থাকে এখানে। তা ছাড়াও একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছয়। তবুও ওলা-উবেরও সম্পূর্ণ নিরাপদ বলা চলে না। কিন্তু একদম না পাওয়ার চেয়ে তো এটাই ভালো। শুধু অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি বুক করলেই হল।

যাত্রী প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে অল বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিমল গুহ বলেন, আমাদের দফতরে এবিষয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ে, কিন্তু হেয়ারিংয়ে ডাকা হলে কোনও অভিযোগকারী সাক্ষ্য দিতে আসেন না। এতে চালকরা অনায়াসে পার পেয়ে যায়।

আমরা অভিযোগ পেলেই অভিযুক্ত ড্রাইভারদের ধমক দিই, কিন্তু তবুও তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে লাগাম দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ শহরে চালকের ঘাটতি থাকার জন্য ট্যাক্সির মালিকরা ড্রাইভার পাচ্ছেন না। ফলে যাঁরা আছেন, তাঁদেরকে তোষামোদ করে চলতে হচ্ছে মালিকদের। বর্তমানে কেউ এই পেশায় আসতে চাইছেন না। বেশির ভাগ চালকই ভিন রাজ্যের। এছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিবহণ নীতিও অনেকাংশই এর জন্য দায়ী বলে তাঁর অভিযোগ। যাত্রী প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের ঘটনা রোধ করার জন্য কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের নিজস্ব অনলাইন কমপ্লেন কার্ড রয়েছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ডট নেটে গিয়ে অনলাইন কমপ্লেন ফর্ম পূরণ করতে হবে যাত্রীদের। তাতে বিভিন্ন কোড দেওয়া রয়েছে। ঘটনার তারিখ, সময়, স্থান ও গাড়ির নম্বর উল্লেখ করে পাঠিয়ে দিতে হবে। এরপর অভিযুক্ত ট্যাক্সিচালকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ।

যূকো বৈঁক UCO BANK
(ভারত সরকার অধিগৃহীত)
অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫, এল.এল.আর. সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০২০
[রুল - ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু **ইউকো ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (নং ৫৪/২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত বকেয়া পরিমাণ **২,৫৪,০৮,৯০৮.০১ টাকা (দু কোটি চুয়ান্ন লাখ আট হাজার নয় শত আট টাকা এবং এক পয়সা)** নিম্নোক্ত **ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স উর্বসী গ্রানাইট প্রা. লি., ২. শ্রী দিলীপ কুমার গুপ্তা পিতা শ্রী জগনাথ গুপ্তা এবং ৩. শ্রীমতী উর্মিলা গুপ্তা স্বামী শ্রী দিলীপ কুমার গুপ্তা** আদায় নিমিত্ত এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া আদায়দানের জন্য **০১.০২.২০১৭ তারিখে** এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল ৮ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ মে, ২০১৭ তারিখে** সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং উক্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন **ইউকো ব্যাঙ্ক,** যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ **২,৬২,০০,২০৩.৮৯ টাকা (সুদ প্রযোজ্য ২৪.০৪.২০১৭ তাং পর্যন্ত)** এবং তৎসহ সুদ, **শুল্ক** আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১৭সি, বর্ধমান রোড, থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ ওয়ার্ড নং ৭৪, কলকাতা কর্পোরেশন, এডিএসআরও এবং ডিএসআরও আলিপুর জেলা, ২৪ পরগণা (দ.) ঠিকানায় অবস্থিত বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলে ৯৮০ স্কোয়ার ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কম বেশি একত্রে গ্যারেজ/পার্কিং স্পেস সহ) রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ৩০২, এবং নম্বর জি-৬, ১ম তল। **সম্পত্তিটি রয়েছে শ্রী দিলীপ কুমার গুপ্তা এবং শ্রীমতী উর্মিলা গুপ্তার নামে।**

তারিখ : ০৬.০৫.২০১৭
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইউকো ব্যাঙ্ক